দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...22 JUL 2005 —
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ১

পাস না করা স্কুল-মাদ্রাসা

এ বছর স্কুল ও মাদ্রাসা মিলাইয়া সারা দেশে ৪শত ৯টি প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে নাই। এই ৪শত ৯টির মধ্যে মাদ্রাসা ২শত ২৪টি। এই হিসাবে ফেল করা স্কুলের সংখ্যা ১শত ৮৫টি। গতবারের তুলনায় এবার পরীক্ষার ফলাফল যে ভাল তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাস করিয়াছে বেশী। জিপিএ-৫ পাইয়াছেও বেশী সংখ্যক। অন্যদিকে ফেল করা স্কুল-মাদ্রাসার সংখ্যাও কম। গত বছর পাস না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ৫শত ৬৭টি। এবার ১শত ৫৮টি কম।

একটি স্কুল বা একটি মাদ্রাসা হইতে কেহই পাস করিবে না, ইহা কেহ আশা করে না। কিন্তু বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহার জন্য ফেল করা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের হয়তো দায়ী করা যায়। কিন্তু দায়ী করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নয়। তাহাছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় ফেল করে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একটি বা দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তাহারা ফেল করে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার, পত্রিকায় পাস না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে চিত্র দেখা যায় তাহা হইল, দেশের সব জেলায় এ ঘটনা ঘটে নাই। দ্বিতীয়ত, কোন কোন জেলায় ২/৪টি করিয়া প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে নাই। আরো লক্ষণীয়, যে প্রতিষ্ঠানে একজনও পাস করে নাই সে প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিয়াছিল ২ জন হইতে সর্বাধিক ১৪ জন। অতীতের মত এ বছর পাইকারিভাবে পরীক্ষা হয় নাই। ইহা হইতে বোঝা যায়, স্কুল ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থী নির্বাচনে ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। যাহারা পাস করার যোগ্য কেবল তাহাদেরই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, এই পাস না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলিই গ্রামাঞ্চলের। পক্ষান্তরে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফল অত্যন্ত ভাল।

দেশে কত দাখিল মাদ্রাসা আছে তাহার পরিসংখ্যান আমাদের জানা নাই। তবে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৬ হাজার ৫শত ৬২। এই সাড়ে ১৬ হাজার স্কুলের মধ্যে ১শত ৮৫টি স্কুল হইতে কেহ পাস না করিলে দুঃখ পাওয়া যাইতে পারে; ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। দাখিল মাদ্রাসার চিত্রও নিশ্চয়ই কম-বেশী একইরূপ হইবে। এখানে যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা হইল পরীক্ষায় নকল রোধে কড়াকড়ি আরোপ করায় এবং প্রথম দিকে বেশী ফেল করায় শিক্ষক মন্ডলী ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সার্বিক প্রয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে আগের তুলনায় এখন বেশী আগ্রহী হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ফেলের জন্য তাহাদের জবাবদিহি করিতে হওয়ায় এবং চাকুরী হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও স্কুল-মাদ্রাসার সুনাম রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী ফেল করে সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ে। একটি ইংরেজী ও অন্যটি অংক। আবার এই দুইটি বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক ভাল শিক্ষক গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যাইত, আমাদের বিশ্বাস, এসএসসি ও দাখিল এর পরীক্ষার ফলাফল এবার আরো ভাল হইত এবং মফস্বলের ফলাফল কিছুতেই এত খারাপ হইত না।

শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে একজনও পাস করে নাই সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করা হইবে। ইহা একটি উত্তম পদক্ষেপ। তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তদন্ত হইলে কেন স্কুল-মাদ্রাসার এ অবস্থা তাহা বাহির হইয়া আসিবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস, মূলতঃ দুইটি কারণে স্কুল ও মাদ্রাসা হইতে একজনও পাস করে নাই। প্রথম কারণ, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, যত্রতত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। বস্তুত প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহু স্কুল-মাদ্রাসায় যেমন ছাত্র-ছাত্রীর অভাব ঘটে তেমনি অভাব ঘটে যোগ্য শিক্ষকেরও। এই সমস্যা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন ইহার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ এবং এমপিও ভুক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কর্তা-কর্মচারীরা। স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকালে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইসব বিষয় মনে রাখিলে কিছুতেই এই অবস্থা সৃষ্টি হইত না।

পাস না করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহা এখনই জানা সম্ভব নয়। তবে তাহাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, দেশের মফস্বলের কলেজ যেখানে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষক তৈরী হয় সেখানেও শিক্ষাদানে সঙ্কট বিরাজমান। অংক ও ইংরেজীতে যাহারা ভাল করে তাহারা উচ্চ শিক্ষা অথবা ভাল চাকরির জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় যে শিক্ষকেরা এখন স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেছেন, সরকারের উচিত, বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাহাদের যোগ্য করিয়া তোলা। তাহার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হইলে কলেজের শিক্ষকেরা তাহাদের শিক্ষাগত ঘাটতি পূরণ করিতে পারেন। ইহার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবে। কর্তৃপক্ষ এ অর্থ খরচ করিলে নিঃসন্দেহে জাতি উপকৃত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষকদের মান উন্নীত হইলে এবং স্কুল-মাদ্রাসার উপর কড়াকড়ি আরোপিত থাকিলে কোন স্কুল-মাদ্রাসা হইতে ভবিষ্যতে পাস না করার মত ঘটনা ঘটিবে না।□